WORLD BANK GROUP

NEWS RELEASE

উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশে পরিবেশের অবনতি ও দূষণ রোধ করতে হবে

ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৮ -- দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম। একটি উচ্চতর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে অবস্থান অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে এখনই বিশেষ করে শহরএলাকায় পরিবেশগত অবনতি ও দূষণ রোধ করার জন্য কাজ করতে হবে, বিশ্বব্যাংকের নতুন একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের '**Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis 2018** ' শীর্ষক রিপোর্টটি আজ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রতিবছর কেবল শহরগুলোতে পরিবেশ দূষণে সারে ৬ বিলিয়ন ডলার হারাচ্ছে যা ২০১৫ জিডিপির ৩.৪ শতাংশ। শহরগুলোতে দূষণ মারাত্মক মাত্রায় পৌঁছেছে: শহরে পরিবেশ দূষনজনিত রোগে বছরে ৮০ হাজার মানুষ মারা যায়| বাংলাদেশে বছরে ২৮ শতাংশ মৃত্যু পরিবেশ দূষনজনিত রোগের কারনে হয়ে থাকে, যেখানে পরিবেশ দূষণে মৃত্যুর বৈশ্বিক হার ১৬%|

বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর রাজশ্রী পারালকার বলেন, *'নগর এলাকায় পরিবেশ অবনতি ও দূষণের কারণে বাংলাদেশকে অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। সবুজ প্রবৃদ্ধির জন্য সঠিক নীতি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকা এবং শিল্পকারখানায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার'।*

জলাভূমি দখল ও বিপজ্জনক বর্জ্য অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলা সহ দূষণ ও পরিবেশগত অবনতির ফলে নারী, শিশু এবং দরিদ্রদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। প্রায় ১০ লাখ মানুষ, যাদের বেশির ভাগই দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সীসা দূষণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এ কারণে বিশেষ করে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে (আইকিউ) ও স্নায়বিক ক্ষতি হতে পারে এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ও মৃত শিশু প্রসবের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহত্তর ঢাকায়, ভারী ধাতব দূষিত স্থানগুলোর অধিকাংশই দরিদ্র এলাকাগুলোতে অবস্থিত।

প্রতিবেদনে তিনটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: পরিবেশগত অবনতির মূল্য, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই শহর, এবং পরিচ্ছন্ন শিল্প প্রসারের জন্য প্রোয়জনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়াও দেশে সবুজ অর্থায়ন, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির প্রসার, বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নতকরণ এবং পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন বড় ও ছোট উভয় ধরণের নগরের ওপর প্রভাব রাখছে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত ৪০ বছরে ঢাকা প্রায় ৭৫ শতাংশ জলাভূমি হারিয়েছে। জলাভূমি ভরাট এবং বালি ভরাট করে বিভিন্ন এলাকার বহুতলা বাড়ী বানানোর কারণে নগরের বিভিন্ন অংশ বন্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে ছোট ছোট

নগরগুলো পরিবেশ দূষণের শিকার হচ্ছে। যেমন, ১৯৯০ সাল থেকে পাবনা তার অর্ধেক জলাভূমি হারিয়েছে এবং এর ইছামতি নদী মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে।

অবৈধ দখল রোধ এবং জলাভূমি ও খালগুলোতে বিনিয়োগ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকা ও অন্যান্য নগরসমূহকে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। **বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক প্র্যাকটিস ম্যানেজার কেসেনিয়া লভভস্কি** বলেন, *'এটা করা সম্ভব। আমরা মাধবদীতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার সাফল্য দেখেছি। সেখানে দেখা গেছে, নগর পরিকল্পনায় স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ, সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃঢ় মনোবলের স্থানীয় নেতৃত্ব অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও দূষনের ধারা পাল্টে দিতে পারে।'*

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, *'বিগত এক দশকে বাংলাদেশ তার নীতি ও আইনগত কাঠামোর উন্নতি করেছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা ইটের ভাটা এবং অন্যান্য দূষণকারী শিল্পগুলোতে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি চালু করেছি এবং প্রধান নগরগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছি।'*

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্ব ব্যাংক অন্যতম প্রধান উন্নয়ন অংশীদার। বিশ্ব ব্যাংক এ পর্যন্ত ২৯ বিলিয়ন ডলারের বেশী সুদমুক্ত ঋণ ও অনুদান দিয়েছে।

Contacts:

In Washington: Elena Karaban (202) 473-9277, ekaraban@worldbank.org
In Dhaka: Mehrin Ahmed Mahbub, (880-2) 8159001, mmahbub@worldbank.org

Download the report: http://documents.worldbank.org/curated/en/585301536851966118/

For more information, please visit: http://www.worldbank.org/bd
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh